

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৪. হযরত হূদ (আলাইহিস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হুদ (আঃ)-এর দাওয়াত

সুরা আ'রাফ ৬৫-৭২ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

অনুবাদঃ আর 'আদ সম্প্রদায়ের নিকটে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। অতঃপর তোমরা কি আল্লাহভীরু হবে না? (আ'রাফ ৭/৬৫)। 'তার সম্প্রদায়ের কাফের নেতারা বলল, আমরা তোমাকে নির্বৃদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি' (৬৬)। 'হুদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বৃদ্ধিতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের প্রেরিত একজন রাসূল মাত্র' (৬৭)। 'আমি তোমাদের নিকটে প্রতিপালকের পয়গাম সমূহ পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের হিতাকাংখী ও বিশ্বস্ত' (৬৮)। 'তোমরা কি আশ্বর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তোমাদের থেকেই একজনের নিকটে অহী (যিকর) এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে? তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নৃহের পরে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করলেন ও তোমাদেরকে বিশালবপু করে সৃষ্টি করলেন। অতএব তোমরা আল্লাহর নে'মত সমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও' (৬৯)। 'তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে কেবল এজন্য এসেছ যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করি? তাহ'লে নিয়ে এস আমাদের কাছে (সেই আযাব), যার দুঃসংবাদ তুমি আমাদের শুনাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও' (৭০)। 'হুদ বলল, তোমাদের উপরে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা কেন আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, যেগুলোর নামকরণ তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা করেছ? ঐসব উপাস্যদের সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ (সুলতান) নাযিল করেননি। অতএব অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি' (৭১)। 'অনন্তর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের মূলোৎপাটন করে দিলাম। বস্তুতঃ তারা বিশ্বাসী ছিল না' (আ'রাফ ৭/৬৫-৭২)।



অতঃপর সূরা হূদ ৫০-৬০ আয়াতে আল্লাহ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপেঃ

وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُوْنَ، يَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًى إِلاَّ عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ، قَالُوْا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبِيّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ مَمْ انَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ، إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّيْ أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَنِيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا يَشُرِكُوْنَ، مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُونِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونِ، إِنِيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُم مَّا مِنْ دَآبَةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ يُسْلِكُونَ، مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُونِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنِ، إِنِيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُم مَّا مِنْ دَآبَةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بَنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلُغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلُغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ، وَلَوْا فَقَدْ أَبْلُغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخُلُفُ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء عَلَى عَلَى عَلَى عُلُو بِثَنَا هُمُ مَنْ عَذَا وَيُومَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعُولًا لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ . (هود ٥٥-٥٥)-

অনুবাদঃ আর 'আদ জাতির প্রতি (আমরা) তাদের ভাই হুদকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। বস্তুতঃ তোমরা সবাই এ ব্যাপারে মিথ্যারোপ করছ' (হূদ ১১/৫০)। 'হে আমার জাতি! (আমার এ দাওয়াতের জন্য) আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় চাই না। আমার পারিতোষিক তাঁরই কাছে রয়েছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা কি বুঝ না'? (৫১)। 'হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাও। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধীদের ন্যায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' (৫২)। 'তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর আমরাও তোমার কথা মত আমাদের উপাস্যদের বর্জন করতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই' (৫৩)। 'বরং আমরা তো একথাই বলতে চাই যে, আমাদের কোন উপাস্য-দেবতা (তোমার অবিশ্বাসের ফলে ক্রদ্ধ হয়ে) তোমার উপরে অশুভ আছর করেছেন। হুদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তাদের থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, যাদেরকে তোমরা শরীক করে থাক' (৫৪) 'তাঁকে ছাডা। অতঃপর তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও এবং আমাকে কোনরূপ অবকাশ দিয়ো না' (৫৫)। 'আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করেছি। যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। ভূপুষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তাঁর আয়ন্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তা সরল পথে আছেন' (অর্থাৎ সরল পথের পথিকগণের সাথে আছেন)' (৫৬)। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রেখ যে.) আমি তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিয়েছি যা নিয়ে আমি তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছি। আমার প্রভু অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তখন তোমরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রতিটি বস্তুর হেফাযতকারী' (৫৭)। 'অতঃপর যখন আমাদের আদেশ (গযব) উপস্থিত হ'ল, তখন আমরা নিজ অনগ্রহে হুদ ও তার সাথী ঈমানদারগণকে মুক্ত করি এবং তাদেরকে এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করি' (৫৮)। 'এরা ছিল 'আদ জাতি। যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহকে (নিদর্শন সমূহকে) অস্বীকার করেছিল ও তাদের নিকটে প্রেরিত রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তিদের আদেশ পালন করেছিল' (৫৯)। 'এ দুনিয়ায় তাদের পিছে পিছে অভিসম্পাৎ রয়েছে এবং রয়েছে কিয়ামতের দিনেও। জেনে রেখ 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। জেনে রেখ হুদের কওম 'আদ জাতির জন্য অভিসম্পাৎ' (হুদ ১১/৫০-৬০)।



হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে তাদের বিলাসোপকরণ ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যেমন সূরা শো'আরায় ১২৮-১৩৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعِ آيَةً تَعْبَثُوْنَ، وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَاتَّقُوا اللَّذِيْ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ، وَجَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ، إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ، إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِيْنَ _ (الشعراء ١٥٥- ١٥٥)

অনুবাদঃ 'তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ (২৬/১২৮)? (যেমন সুউচ্চ টাওয়ার, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি)। 'এবং তোমরা বড় বড় প্রাসাদ সমূহ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে' (১২৯)? (যেমন ধনী ব্যক্তিরা দেশে ও বিদেশে বিনা প্রয়োজনে বড় বড় বাড়ী করে থাকে)। 'এছাড়া যখন তোমরা কাউকে আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুর-যালেমদের মত আঘাত হেনে থাক (১৩০)' (বিভিন্ন দেশে পুলিশী নির্যাতনের বিষয়টি স্মরণযোগ্য)। 'অতএব তোমরা আল্লান্ধ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (১৩১)'। 'তোমরা ভয় কর সেই মহান সন্তাকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ঐসব বস্তু দ্বারা যা তোমরা জানো' (১৩২)। 'তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদি পশু ও সন্তানাদি দ্বারা (১৩৩)' 'এবং উদ্যান ও ঝরণা সমূহ দ্বারা (১৩৪)'। (অতঃপর হুদ (আঃ) কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়ে বললেন,) 'আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি' (১৩৫)। জবাবে কওমের নেতারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না দাও সবই আমাদের জন্য সমান' (১৩৬)। 'তোমার এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-অভ্যাস বৈ কিছু নয়' (১৩৭)। 'আমরা শান্তিপ্রাপ্ত হব না' (১৩৮)। (আল্লাহ বলেন,) 'অতঃপর (এভাবে) তারা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে আমরাও তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এর মধ্যে (শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না' (শো'আরা ২৬/১২৮-১৩৯)।

সূরা হা-মীম সাজদার ১৪-১৬ আয়াতে 'আদ জাতির অলীক দাবী, অযথা দম্ভ ও তাদের উপরে আপতিত শাস্তির বর্ণনা সমূহ এসেছে এভাবে,

... قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُوْنَ ـ (حم السجدة الدُولَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

'...তারা ('আদ ও ছামূদের লোকেরা) বলেছিল, আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। অতএব আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম' (৪১/১৪)। 'অতঃপর 'আদ-এর লোকেরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমাদের নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করত' (১৫)। 'অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করলাম ঝঞ্জাবায়ু বেশ কয়েকটি অশুভ দিনে, যাতে তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার কিছু আযাব আস্বাদন করানো যায়। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর। যেদিন তারা কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' (ফুছসালাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৪-১৬)।



সূরা আহক্কাফ ২১-২৬ আয়াতে উক্ত আযাবের ধরন বর্ণিত হয়েছে এভাবে, যেমন আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللَّهَ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، قَالُواْ أَجِبِّتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبلِغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيْ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُوْنَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لاَ يُرَى إلاَّ عَارِضُ مُسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ، وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيْمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَّأَبْصَاراً وَأَفْتُدَةً مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ، وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيْمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَّأَبْصَاراً وَأَفْتِدَةً مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ، وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيْمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَّأَبْصَاراً وَأَفْتِدَةً فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَنْعَلَتُهُم مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْرَءُونَ وَلَا أَنْعَلَكُمُ مَا لَوْسُلِكُ وَلَا أَنْعُرَاكُ وَلَا أَفْتُولُوا بِهِ لَلْنَ اللّهَ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُرْءُونَ وَلَوالْ فَذَا وَلَا أَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَفْتُولَا يَلْتُهُم مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللّهُ وَنَ لَا اللّه وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ اللّهُ وَلَا أَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلا أَنْفَالَهُ فِيْمَا إِنْ عَنْ الْكُولُولُهُ مَا لَكُولُوا لَهُ سَمَعًا وَالْمُعُلُولُوا مُؤْلِكُمُ مَا أَنْهُمُ مُ وَلاَ أَنْفُوا لِلْقُولُ اللْمُولِ اللّهُ وَلَقُولُوا مَنْ اللّهُ فَلَا أَنْ اللّهُ الْمُعُلِيْ اللّهُ اللَّهُ الْمُعْمُونَ اللْمُعَلَالَا لَا اللّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُوا اللللهُ وَلَا أَوْلُوا اللّهُ الْمُعْلَقُ

'আর তুমি 'আদ-এর ভাই (হুদ)-এর কথা বর্ণনা কর, যখন সে তার কওমকে বালুকাময় উঁচু উপত্যকায় সতর্ক করে বলেছিল, অথচ তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, (এই মর্মে যে,) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত কর না। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শান্তির আশংকা করছি' (আহকাফ ৪৬/২১)। 'তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আগমন করেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদেরকে যে শান্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি?' (২২)। হুদ বলল, এ জ্ঞান তো শ্রেফ আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পোঁছে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়' (২৩)। অতঃপর তারা যখন শান্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা সমূহের অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (হুদ বললেন) বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু, যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব' (২৪)। 'সে তার প্রভুর আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর ভোর বেলায় তারা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল যে, শূন্য বাস্ত্রভিটাগুলি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না। আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনি করেই শান্তি দিয়ে থাকি' (২৫)। 'আমরা তাদেরকে এমন সব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যেসব বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দেইনি। আমরা তাদের দিয়েছিলাম কর্ন, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু সেসব কর্ন, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাকে আসল না, যখন তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করল এবং সেই শান্তি তাদেরকে গ্রাস করল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত' (আহকাফ ৪৬/২১-২৬)।

উক্ত বিষয়ে সূরা হা-ক্লকাহ ৭-৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ لَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَة؟ لللهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ لَهُمْ عَرَى لَهُم

'তাদের উপরে প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ু প্রবাহিত হয়েছিল সাত রাত্রি ও আট দিবস ব্যাপী অবিরতভাবে। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি দেখলে দেখতে পেতে যে, তারা অসার খর্জুর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে' (৭)। 'তুমি (এখন) তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি'? (হা-ক্লকাহ ৬৯/৭-৮)।

সূরা ফাজ্র ৬-৮ আয়াতে 'আদ বংশের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে শুনিয়ে বলেন,

الله تركينْ فَعَلَ رَبُّكَ بعاد، إرَمَ ذَات الْعِمَاد، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبلاد_

'আপনি কি জানেন না আপনার প্রভু কিরূপ আচরণ করেছিলেন 'আদে ইরম (প্রথম 'আদ) গোত্রের সাথে'? (ফজর



৬) 'যারা ছিল উঁচু স্তম্ভসমূহের মালিক (৭)। 'এবং যাদের সমান কাউকে জনপদ সমূহে সৃষ্টি করা হয়নি' (ফাজ্র ৮৯/৬-৮)।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2130

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন